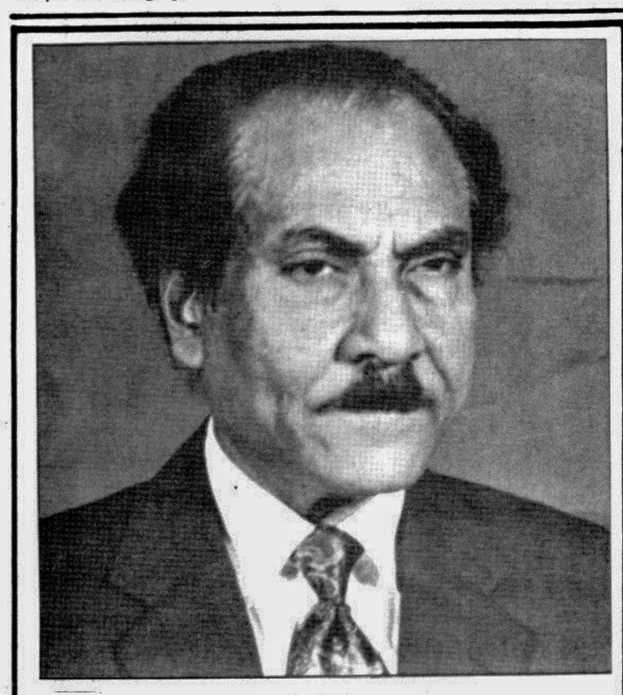

বাণী

বাংলাদেশ রাইফেলস সপ্তাহ'৯৭ উপলক্ষে আমি এই বাহিনীর সকল সদস্যকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

দেশের মুক্তিযুদ্ধে গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যের অধিকারী এই বাহিনীর সদস্যদের বীরত্বপূর্ণ অবদান ও মহান আত্মত্যাগ জাতীয় ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। দেশের সীমান্ত রক্ষা ও চোরাচালান দমনের কাজে নিয়োজিত এই বাহিনীর সদস্যগণ দেশপ্রেম ও কর্তব্য নিষ্ঠার দৃষ্টান্ত স্থাপন করছে।

আমি এই বাহিনীর উত্তরোত্তর উন্নতি এবং বাংলাদেশ রাইফেলস সপ্তাহ'৯৭-এর সফলতা কামনা করি।

বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ
রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

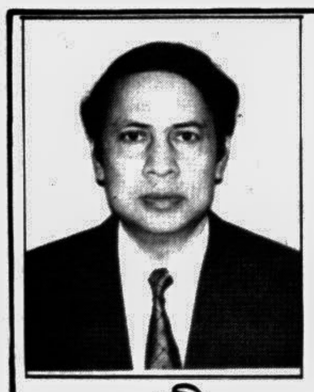

বাণী

'বাংলাদেশ রাইফেলস্ সপ্তাহ-৯৭' উদ্‌যাপন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। বাংলাদেশ রাইফেলস্ সুশৃঙ্খল, সুসংহত, সুসংগঠিত ও দুর্জয় একটি বাহিনী।

আমাদের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলাদেশ রাইফেলস রচনা করেছে আর এক স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায়। এই যুদ্ধে রাইফেলস্ এর গৌরবময় অবদান জাতি চিরদিন কৃতজ্ঞতা ভরে স্মরণ করবে। আজকের এই শুভ লগ্নে আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি দু'জন বীর শ্রেষ্ঠ সহ রাইফেলস্ এর সকল শহীদ সৈনিকগণকে, যাঁরা চরম আত্মত্যাগের মাধ্যমে দেশের সেবা করে গেছেন।

এই বাহিনীর রয়েছে এক সুদীর্ঘ ঐতিহ্য। তারা দৃঢ় সাহসিকতার সাথে রক্ষা করছে দেশের সীমান্ত। চোরাচালান দমনে অগ্রণী ভূমিকা রেখে জাতীয় অর্থনীতিকে মজবুত করতে সাহায্য করছে। এই বাহিনীর সৈনিকগণ দক্ষতা ও নিষ্ঠার সাথে অর্পিত সকল দায়িত্ব পালন করছে। আমি আশাকরি ভবিষ্যতে তারা তাদের দায়িত্ব আরও ফলপ্রসূভাবে পালন করবে।

'রাইফেলস্ সপ্তাহ-৯৭' উপলক্ষে বাহিনীর সকল সদস্যকে জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন। কামনা করি বাহিনীর উন্নতি ও অগ্রগতি। বাংলাদেশ রাইফেলস সপ্তাহ-৯৭ সফল হোক।

সৈয়দ রেজাউল হায়াত
সচিব
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

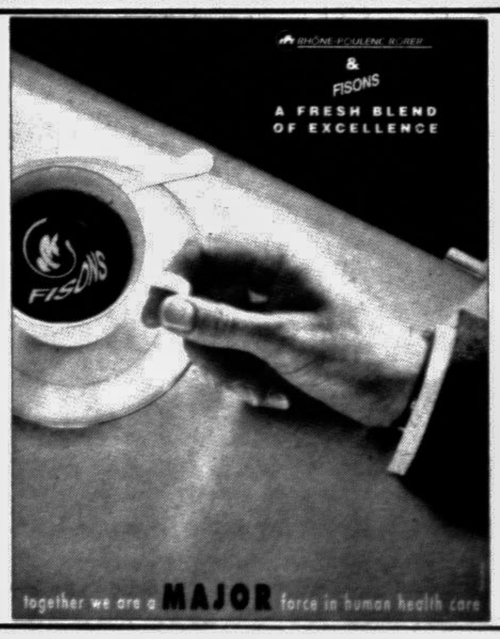

Last Year's Activities of Bangladesh Rifles

Introduction:

1. Bangladesh Rifles (BDR), a paramilitary force which has been playing a significant role by protecting long 4427 kilometre border since the very inception of independence. In addition to protecting border and performing anti smuggling duties this force is also entrusted with the responsibilities of internal security duties. Besides these, very often Bangladesh Rifles has to render its services to civil administration for relief duties during flood, cyclone etc. Over and above, a bulk of BDR forces are employed for combating insurgents in CHTs along with Bangladesh Army.

2. The task of Bangladesh Rifles is quite tough, challenging and very risky as well. The enfolding saga of Rifles history is replete with countless adventures of extreme courage. In 1795 the pioneers organised and raised the Ramgarh Local Battalion in Chittagong Hill Tracts. During the past 200 years, name of this organisation has changed number of times. The East Pakistan Rifles (EPR) was formed in 1958. In 1971 this force contributed gloriously in the liberation war of Bangladesh. We take this opportunity to pay homage to the 819 Riflemen who laid down their lives in the struggle for independence. The organisation is proud of its worthy soldiers who won 141 gallantry awards, in-cluding two Bir Shresthas. After liberation, the East Pakistan Rifles was renamed as Bangladesh Rifles in 1972.

Operational Roles of Bangladesh Rifles

3. Bangladesh Rifles personnel are mostly employed for border protection on strict 24 hours vigilance. Beside, this, during the last one year this force carried out different operations related to internal security and border protection. From these some of the important activities are appended below:

a. Parliamentary Election 96. A large number of Bangladesh Rifles personnel made their contribution in the form of maintenance of law and order situation during the last year's parliamentary elections and bye election's at 120 bordering police stations, 6 divisional town areas and 4 metropolitan cities. Due to their sincere efforts and dedication along with other govern nent agencies holding of free, fair and impartial elections could be ensured.

b. Internal Security Duty. Bangladesh Rifles has carried out internal security duties successfully in the form of maintenance of law and order situation in 1996, apart from its main operational role of border protection.

c. Border Protection. Besides, protecting the international border one of the major role of BDR is to ensure safety to the men and materials living in the bordering areas. They were always vigilant on the international border ensuring national sovereignty and security to the people living in the border area. This force has successfully and effectively dealt with number of border disputes at places like Muhurir Char, Khowaichar, Tin Bigha Corridor, Tamabil, Akhaura etc. resisted the women and children trafficking, arrested persons with illegal arms and substantially contributed in the repatriation of Rohinga refugees.

d. Angorputa Dahagram. Tin Bigha Corridor is the only means of communication with the main land fo: the inhabitants living in Angorputa Dahagram enclave. It was also difficult for the Bangladeshi inhabitants of the area to travel to the main land of Bangladesh frequently. It was also difficult to protect the inhabitants of Angorputa Dahagram from theft, docoity and border problems. But recently the problem was solved, by establishing camp/ check post on the either side of the corridor by BDR. Now inhabitants of the enclave can use the corridors at anytime on emergency.

e. Bangladesh-Myanmar Border Demarcation. The position of seven border pillars between Bangladesh and Myanmar were jointly surveyed by the members of the two countries. The survey was carried out in an inaccessible hilly terrain with an active help and co-operation of BDR per sonnels. Necessary steps have also been taken to remove the land mines in the area. The mine sweeping is expected to start within a short time.

Anti-Smuggling Activities.

4. Smuggling is a curse in a country like Bangladesh. It directly or indirectly affects the country's socio-economic structure. Smuggling is not a new problem for this country. This illegal practice dates back to post Second World War time in British India. grew gradually in erstwhile Pakistan. After the independence Bangladesh could not shake itself off from this curse. Smuggling not only damages national economy but also hinders industrial development in the country.

a. Seizure Statement. In different anti-smuggling operations carried out by this force during 01 January 96 to 31 December 96, various contra band items were seized which includes illegal arms, gold, drugs etc. Trafficking of women and children were also checked considerably. Detail of seizure statement are as follows:

1. Value of seized goods (without owner)-Tk. 95,13,94,575/-
2. Value of seized goods (with owner)-Tk. 26,32,73,196/-
3. Total value of seized goods- Tk. 121,46,67,711/
4. Number of cases filed- 29529
5. Number of accused arrested - 1918

b. Recovery of Women and Children from Traffickers. 16 women and children were recovered from the hands of traffickers, and 16 traffickers were arrested by the BDR personnel during last year.

c. Recovery of illegal Arms/Ammunition. Bangladesh Rifles recovered the following illegal arms and ammunition from 01 January 96 to 31 December 96.

1. Pistol-	10
2. Rovolver-	17
3. Pipegun-	02
4. Barrel of pipegun-	05
5. Various types of Rifles-	05
6. Ammunition-	97
7. No of accused-	35

4. Intoxicants. Bangladesh Rifles recovered the following intoxicants from various parts of the country and bordering areas covering the period from January 96 to December 96.

1. Heroin-	3.556 Kg
2. Phensidyl-	1.59.123 bottles
3. Wine-	28.029 bottles
4. Ganja & Hashish-	6288.327 Kg.

Conclusion.

5. Transborder movement of smuggled good not only deprives the government from the revenue earning but also adversely affects the national economy. With passage of time the method and technique of smuggling is changing making the anti-smuggling task more and more difficult for BDR. Besides, there are lot of constraints of this organisation. With all these obstacles the soldiers of BDR are relentlessly trying to check this illegal trade as far as possible. The soldiers of Bangladesh Rifles are determined to protect the borders of the country at all cost.

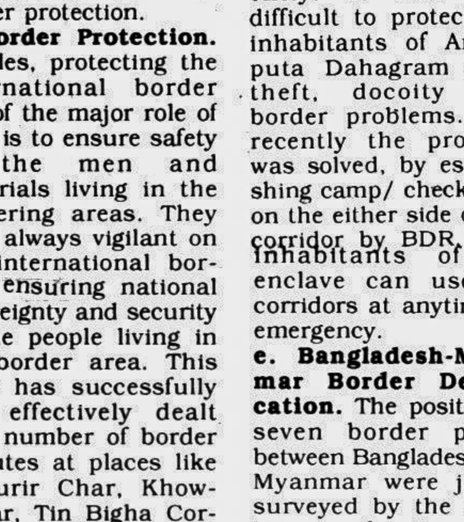

বাণী

'বাংলাদেশ রাইফেলস্ সপ্তাহ-৯৭' উপলক্ষে আমি এ বাহিনীর প্রতিটি সদস্যকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

দু'শত বছরের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস পেরিয়ে বাংলাদেশ রাইফেলস্ আজ একটি সুসংহত ও বলিষ্ঠ সংগঠন হিসাবে প্রতিষ্ঠিত। এ সুদীর্ঘ সময়ে এ বাহিনী ভিন্ন ভিন্ন নামে কৃতিত্বের সাথে তাঁদের দায়িত্ব পালন করে আসছে।

স্বাধীনতা যুদ্ধে এই বাহিনীর এক গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা রয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহবানে সাড়া দিয়ে যুদ্ধের প্রথম প্রহরেই এই বাহিনীর সৈনিকগণ ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন হানাদার পাকিস্তান বাহিনীর বিরুদ্ধে। পিলখানাসহ বিভিন্ন রণাঙ্গণে শহীদ হয়েছিলেন শত শত সৈনিক। তাদের এই অপরিসীম অবদান এদেশের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। আজকের এই শুভদিনে আমি গভীর শ্রদ্ধাভরে দু'জন বীর শ্রেষ্ঠ সহ রাইফেলস্-এর সেই সকল শহীদ সৈনিকগণকে স্মরণ করছি যাদের চরম আত্মত্যাগের ফলেই পৃথিবীর মানচিত্রে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় সম্ভব হয়েছিল।

দেশের সীমান্ত রক্ষা, চোরাচালান দমন, অভ্যন্তরীণ শান্তি রক্ষার কাজে এ বাহিনী সদা প্রস্তুত। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও অগ্রগতি অর্জনে সরকার নিষ্ঠার সাথে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এবং এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ রাইফেলস্-এর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আহবানে সাড়া দিয়ে এ বাহিনীর প্রতিটি সদস্য সততা, নিষ্ঠা ও দায়িত্বের প্রতি অবিচল থেকে জনগণের আস্থা ও ভালবাসা অর্জনে সক্ষম হবে বলে আমার বিশ্বাস।

'বাংলাদেশ রাইফেলস্ সপ্তাহ-৯৭' উপলক্ষে বাংলাদেশ রাইফেলস্-এর অব্যাহত অগ্রগতি ও সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা
জয় বঙ্গবন্ধু

রফিকুল ইসলাম, বীর উত্তম
মন্ত্রী
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

'বাংলাদেশ রাইফেল্‌স সপ্তাহ-৯৭' উপলক্ষে এ বাহিনীর সকল সদস্যকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের কালরাতে পাকিস্তান হানাদার বাহিনী যেসব স্থানে নিরস্ত্র বাঙালির ওপর হায়েনার মত ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, ঢাকার পিলখানাস্থ ইপিআর সদর দপ্তর তার একটি। ইপিআর বাহিনীর সাহসী সদস্যরা সেদিন প্রতিরোধ যুদ্ধে এবং পরবর্তীতে দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে যে গৌরবজনক ভূমিকা পালন করেন, জাতি তা চিরদিন কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করবে। 'রাইফেল্‌স সপ্তাহ' উপলক্ষে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ রাইফেল্‌স'এর শহীদ সদস্যদের সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের কথা আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি।

বাংলাদেশ রাইফেল্‌স সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের অধিকারী একটি সুশৃঙ্খল বাহিনী। দেশের সীমান্ত প্রহরা, চোরাচালান দমন, অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা ছাড়াও পরিস্থিতির দাবী অনুযায়ী বিভিন্ন দায়িত্ব পালনে এ বাহিনীর সদস্যগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছেন।

'রাইফেল্‌স সপ্তাহ' একটি উৎসবই শুধু নয়। এ সপ্তাহ উদ্‌যাপনের মাধ্যমে রাইফেল্‌স-সদস্যরা তাদের বিভিন্ন সাফল্য ও ব্যর্থতা পর্যালোচনা করবেন এবং তার আলোকে ভবিষ্যত-কর্মপন্থা নির্ধারণ করবেন। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে আরও ফলপ্রসূ ভূমিকা রেখে আমাদের মহান নেতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন সমৃদ্ধ 'সোনার বাংলা' গড়ার প্রেরণা এ আয়োজন থেকেই তারা গ্রহণ করবেন বলে আমার বিশ্বাস।

আমি 'বাংলাদেশ রাইফেল্‌স সপ্তাহ -৯৭' এর সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

শেখ হাসিনা
প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

'বাংলাদেশ রাইফেল্‌স সপ্তাহ-৯৭' উদ্‌যাপনের শুভলগ্নে প্রতিটি রাইফেল্‌স সদস্যকে জানাচ্ছি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। এ সপ্তাহ প্রতিটি রাইফেল্‌স সদস্যের কাছে আসে বিগত বৎসরটির সার্বিক কর্মকান্ডের নিরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের আলোকে অতীতের ভুল ভ্রান্তিকে শুধরিয়ে আগত বৎসরটিতে অধিকতর সাফল্য লাভের সুদৃঢ় প্রত্যয়ের সোপানরূপে। এ মুহূর্তে আমি সর্বস্তরের প্রতিটি রাইফেল্‌স সদস্যকে তাঁদের উপর অর্পিত জাতীয় গুরু দায়িত্বের কথা পুনরায় স্মরণ করিয়ে দিয়ে নবতর প্রত্যয়ে অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি। একই সাথে 'বিডিআর সপ্তাহ-৯৭' সুদীর্ঘ ঐতিহ্যের দীপ্তচেতনায় অনুপ্রানিত হয়ে ভবিষ্যতের জন্য সুন্দর ও কার্যকরী কর্মসূচী প্রণয়ন করবে বলে আশা করছি।

দু'শত বৎসরের ঐতিহ্যের অধিকারী বাংলাদেশ রাইফেল্‌স সদস্যদের আত্মত্যাগ, কর্তব্যনিষ্ঠা ও বীরত্বগাঁথা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে অনুপ্রেরণার শাশ্বত উৎস হয়ে থাকবে। 'রাইফেল্‌স সপ্তাহ-৯৭' এর মহতিক্ষণে আমি বীর শ্রেষ্ঠ শহীদ ল্যান্স নায়েক মুন্সি নায়েক নূর মোহাম্মদ শেখ সহ রাইফেল্‌স-এর সকল বীর শহীদদেরকে সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করছি ও তাঁদের রূহের মাগফেরাত কামনা করছি।

দেশপ্রেমিক রাইফেল্‌স এর সদস্যদের উপর সীমান্ত রক্ষা, চোরাচালান প্রতিরোধ ও অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা সহ অন্যান্য যে সকল পবিত্র দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে তা প্রতিটি সদস্য সর্বোত্তম সততা, নিষ্ঠা ও আত্মত্যাগের মাধ্যমে পালন করে দেশ ও জাতির আস্থা ও ভালবাসা অর্জন করবে বলে আমার বিশ্বাস।

কর্তব্যপরায়ণতা ও দেশপ্রেমের দৃঢ় শপথ গ্রহণের পবিত্র মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণই হোক 'রাইফেল্‌স সপ্তাহ ৯৭' উদ্‌যাপনের মূল লক্ষ্য।

মেজর জেনারেল
আজিজুর রহমান, বীর উত্তম
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ রাইফেল্‌স